সংবাদ

17 SEP 2009
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২

শিক্ষা দিবস, শিক্ষানীতি এবং সাধারণ ভাবনা

ইশরাত পুনম

প্রতিবছরই শিক্ষা দিবস আমাদের সামনে আসে। কিন্তু অন্যান্য বছরের শিক্ষা দিবসের চেয়ে এবারের শিক্ষা দিবস যেন কিছুটা ভিন্ন পরিবেশে এসেছে। আর এই ভিন্ন পরিবেশটা হচ্ছে; অনেক দিন পর এবার সরকার একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে এবং শিক্ষা দিবসের প্রাক্কালে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য সরকার তার দৃঢ় ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছে। আমরা প্রতিবছর শিক্ষা দিবস এলে একটি ব্যাপার অত্যন্ত জোর দিয়ে বলি, বলি মানে দাবি জানাই তা হলো একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের দাবি। এবার শিক্ষা দিবসে অন্তত সে দাবিটি জানানো যাবে না। কারণ সরকার ইতোমধ্যে এই জরুরি কাজটি সম্পন্ন করেছে। এবার শিক্ষা দিবসে আমাদের অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে। আমার মতে এবার আমাদের সামনে শিক্ষা ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে প্রণীত শিক্ষানীতির সফল বাস্তবায়ন করা।

ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের ফলে বাংলাদেশ সব সময়ই শিক্ষায় সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া একটি জনপদ। ব্রিটিশ শাসনের সময় যেমন তেমনি পাকিস্তানি বিজাতীয় শাসনামলেও বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কোন যুগান্তকারী উন্নয়নের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। পাকিস্তানি আমলে সম্ভাবনা থাকলেও ক্ষমতা দখল করে থাকা উর্দুভাষি শাসকরা বাংলাদেশের শিক্ষা নিয়ে কিছুই করেনি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এই অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতারা আশা করেছিলেন পাকিস্তান হওয়ার ফলে আমাদের ছেলেমেয়েরা আধুনিক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা পাবে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক চিন্তা-চেতনার জন্য বাস্তবে তা হয়নি। পাকিস্তানি শাসকরা মনে করত বাংলাদেশের লোক ভাল শিক্ষা পেলে তারা সরকারি চাকরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও বেশি সুযোগ সুবিধা দাবি করবে। এছাড়াও তাদের মধ্যে স্বাধীনচেতা মনোভাব গড়ে উঠবে। এতে বাঙালিদের শোষণ করা যাবে না। এই মানসিকতা থেকেই পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কোন উন্নতি করেনি।

পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে ছিল সাম্প্রদায়িক এবং বৈষম্যমূলক চিন্তা-চেতনা। পরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া পাকিস্তানি শাসকরা এই চিন্তা-চেতনাকে আরও বেশি আঁকড়ে ধরে বাংলাদেশকে শোষণ করতে থাকে। তারা প্রথমেই বাংলাদেশের মানুষের ভাষা সংস্কৃতির ওপর আঘাত করে, চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করে। বাংলাভাষাকে দূরে ঠেলে দিয়ে তারা বাংলাদেশের মানুষের ওপর উর্দু ভাষাকে চাপিয়ে দেয়া চেষ্টা করে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ রক্ত দিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির নতুন ইতিহাস সৃষ্টির মধ্যদিয়ে পাকিস্তানি শাসকদের সেই ষড়যন্ত্রের জবাব দিয়েছে।

একইভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রেও পাকিস্তানি শাসকরা চরম বৈষম্য এবং বাঙালিদের বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। শিক্ষাক্ষেত্রে চরম বৈষম্য আর বঞ্চনার ফলেই ষাটের দশকের শুরুতে শিক্ষা আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। সে আন্দোলনেরই একটি বড় অধ্যায় হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে সারা বাংলাদেশে তীব্র গণআন্দোলন। শিক্ষার দাবিতে তখন ফুঁসে উঠেছিল বাংলাদেশের ছাত্র-শিক্ষক-জনতা। এর ফলে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলেন পাকিস্তানি শাসকরা। সেই শিক্ষা আন্দোলনের পর থেকেই 'শিক্ষা দিবস' দিবস পালনের প্রচলন হয়। আর আমাদের ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, অর্থনৈতিক শোষণ, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৈষম্য- এভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চরম শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতে হতে এই ভূখণ্ডের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ফুঁসে উঠেছিল। প্রথমে স্বাধীকার, তারপর স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙালিরা। তার ফলশ্রুতি আমাদের মহান স্বাধীনতা।

স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু সরকার দেশ পুনর্গঠনের প্রথম পর্যায়েই হাত দিয়েছিল শিক্ষা ক্ষেত্রে। তার ইচ্ছা ছিল দেশকে যুগোপযুগী এবং মানসম্পন্ন একটি শিক্ষানীতি উপহার দেয়া। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন শিক্ষায় জাতিকে এগিয়ে নিতে না পারলে জাতীয় উন্নতি সম্ভব হবে না। বঙ্গবন্ধু দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদাকে প্রধান করে একটি শিক্ষা কমিশন করেছিলেন। সেই কমিশনের সদস্যরা আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু আমাদের সবার দুর্ভাগ্য যে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সে শিক্ষানীতি আর বাস্তবায়ন করা হয়নি। পরবর্তী কয়েকটি সরকার শিক্ষানীতির নামে পশ্চাৎপদ, শ্রেণী বৈষম্যমূলক এবং সাম্প্রদায়িকতা দোষেদুষ্ট শিক্ষানীতি প্রণয়ন করলেও বিভিন্ন সচেতন মহলের চাপে সেসব আর আলোর মুখ দেখেনি। এর পর দীর্ঘ দিন ধরে দেশে কোন শিক্ষানীতিই নেই।

এ প্রেক্ষাপটে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসে। এই সরকারের যে কাজটির প্রশংসা না করে পারা যায় না তা হলো শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা। ক্ষমতা গ্রহণ করেই সরকার যে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তার মধ্যে শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজটিও রেখেছেন- এটা দেশের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সব মহলের জন্য সুখবর। অবশ্য মহাজোট ক্ষমতায় আসার আগেই নির্বাচনী ইশতেহারেও শিক্ষাখাতকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়ার কথা বলা হয়েছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী একটি অনুষ্ঠানে অনেকটা দুঃখ করে বলেছেন, আমাদের একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি নেই এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়।

এসব বিষয় বিবেচনা করে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। তাহলো এবার শিক্ষাদিবসে আমাদের সবচেয়ে বেশি করে আলোচনা করতে হবে কীভাবে সম্প্রতি প্রণীত শিক্ষানীতি অতিদ্রুত এবং সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। তাহলেই একদিকে দেশের দীর্ঘদিনের একটি অভাব পূরণ হবে, অন্যদিকে দেশে মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠা সহজ হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষানীতি হবে সবার পদপ্রদর্শক।

খসড়া শিক্ষানীতির বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন মহল থেকে শিক্ষানীতির মৌলিক কিছু বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলা হয়েছে। এ থেকে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির যতটুকু জানা গেছে তাতে একে আধুনিক, যুগোপযোগী, বিজ্ঞানমনস্ক এবং প্রযুক্তি সহায়ক একটি শিক্ষানীতি বলা যায়। এখন এর বাস্তবায়নের পদ্ধতি বের করে তা প্রয়োগের দিকে যেতে হবে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে ৪ স্তরবিশিষ্ট। ১ম স্তর; প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা, ২য় স্তর; ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা, ৩য় স্তর; একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণী হচ্ছে উচ্চশিক্ষার স্তর।

আমাদের সব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয়, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় সরকারি, বেসরকারি এবং এনজিওদের মাধ্যমে। এভাবে পরিচালিত হয়ে কোন স্কুল খুব ভালভাবে চলছে, আবার অনেকগুলো কোন মান অর্জন না করেই চলছে। এসব ক্ষেত্রে কোন সমন্বয় আছে বলে মনে হয় না। নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের সময় যারা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবেন তাদের এটা খেয়াল রাখতে হবে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এখনও আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়ে গেছে। একদিকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বঞ্চনা, নারী-পুরুষের অসমতা, আর্থ সামাজিক পশ্চাৎপদতা, অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত অসুবিধা, মানসম্পন্ন আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষক স্বল্পতা ইত্যাদি সমস্যার কারণে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হয়নি। তবুও সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আর এই প্রচেষ্টাকে এবার বেগবান করবে মহাজোট সরকারের নতুন প্রণীত শিক্ষানীতি।

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে মানসম্পন্ন শিক্ষক সঙ্কট। শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন প্রধানত নির্ভর করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে যারা থাকেন অর্থাৎ শিক্ষকমণ্ডলীর ওপর। তারা যদি মানসম্পন্ন এবং আধুনিক মানসিকতা ও বিজ্ঞানমনস্ক না হন তবে শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী শিক্ষা দেয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। এছাড়াও শহরাঞ্চলে কম হলেও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সমস্যাটি বেশি দেখা যায় তা হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্রের সঙ্কট। আরও সমস্যার মধ্যে রয়েছে পাঠাগার অপ্রতুলতা, পাঠ্যপুস্তক সময়মতো না পাওয়া, যাতায়াত সমস্যা, শিক্ষার পরিবেশ এবং পাঠদান ব্যবস্থা আনন্দদায়ক ও ছাত্রবান্ধব না হওয়া। এসব কারণে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশনি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। মাদ্রাসা ও ইংরেজি মাধ্যম কিন্ডারগার্টেনগুলোর সঙ্গে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমের বিস্তর ফারাক। এরপর রয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে কমবেশি দুর্নীতি। এসব বিষয় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্রমেই পেছন দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে কখনও কখনও মনে করা হয়। মানসম্মত শিক্ষা অর্জন এবং সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার পথে এগুলো বড় বাধা হয়ে দেখা দিচ্ছে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য এবার নতুন শিক্ষানীতি সবার সামনে দিকনির্দেশনা উপস্থিত করবে বলেই শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন। বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া, নতুন বাংলাদেশ গড়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এই পরিবর্তন সাধন করতে হলে প্রথমেই শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করতে হবে। সেই আধুনিকীকরণের পথে শিক্ষানীতি সবার জন্য, সবার সামনে বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এবারের শিক্ষা দিবসে আমাদের এটা উপলব্ধি।